

সূত্রঃ এলপিগিজ/জাঃমঃ/নীতিমালা-২০২১(খসড়া)

তারিখঃ ১৯/০৫/২০২১ ইং

বরাবর,
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়,
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।



বিষয়ঃ এলপি গ্যাস সমন্বিত নীতিমালা ২০২১ (খসড়া) প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, যানবাহনে অকটেন, পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্তে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসাবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যানবাহনে অটোগ্যাস ব্যবহারের ব্যয় অকটেন/পেট্রলের তুলনায় অর্ধেক। অন্যদিকে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ায় সারাদেশে গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার ইতিমধ্যে যানবাহনে পেট্রোল, অকটেন ও সিএনজি ব্যবহারের পরিবর্তে এলপিগিজ ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সারাদেশে এলপিগিজ অটোগ্যাস স্টেশনের জন্য সরকার তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) রিফুইলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন নীতিমালা-২০১৬ প্রণয়ন করেছেন, নীতিমালা নং ২৮.০০.০০০০. ০২৭.৪৩.০০১.১৬-৩১৫ তারিখঃ ৩১ জুলাই ২০১৬ ইং।

উক্ত নীতিমালার আলোকে সারাদেশে প্রায় ২৫০টিরও অধিক এলপিগিজ অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ২০০টি নির্মাণাধীন আছে। বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সিএনজি এর পাশাপাশি এলপিগিজ ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ কমতে শুরু হয়েছে। অপরদিকে যেখানে সিএনজি গ্যাসের সুবিধা নেই সে সমস্ত এলাকায় এলপিগিজ স্টেশন চালু হওয়ায় জ্বালানী সাশ্রয়ী হিসাবে এলপিগিজের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরোল্লিখিত “অটোগ্যাস রিফুইলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষনাবেক্ষন নীতিমালা-২০১৬” এর কিছু ধারা এলপিগিজ অটোগ্যাস স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এইসব জটিলতার কারনে একদিকে যেমন বিনিয়োগকৃত প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ঝুঁকির মুখে পড়ছে, অন্যদিকে এই সেক্টরের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অপারেশন-২, শাখা থেকে প্রকাশিত এলপি গ্যাস সমন্বিত নীতিমালা-২০২১ এর খসড়া কপি আমরা পেয়েছি যার স্মারক নং ২৮.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৭.১৬.৩২ তাং- ১৭/২/২০২১ ইং। উক্ত খসড়া নীতিমালা বিনিয়োগ বান্ধব নয় মনে হচ্ছে তাই নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ

১. অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ অটোগ্যাস রিফুইলিং স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কশপ স্থাপনের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া অনেক জটিল ও অস্পষ্ট মনে হচ্ছে তাই একে সহজীকরণ করে বিনিয়োগ বান্ধব ও বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২. ডিলারশীপ চুক্তিঃ বর্তমানে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যে ডিলারশীপ চুক্তি হয় উহাতে শর্তাবলী, চুক্তির মেয়াদ ও বিক্রয়মূল্য বিভিন্নরকম হওয়ায় নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে তাই অপারেটরদের সাথে ডিলারশীপ চুক্তির ফরমেট ও শর্তাবলী পরিষ্কারভাবে নীতিমালায় থাকা অতীব জরুরী।

৩. অন্যান্য সমস্যাবলীঃ বর্তমানে এলপিগি অটোগ্যাস স্টেশন ও ওয়ার্কশপ স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা ডিসি এনওসি, সড়ক ও জনপথের এনওসি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে জটিলতা ও হয়রানীর সম্মুখীন হচ্ছে। উক্ত জটিলতা যাতে ভবিষ্যতে না হয়, সেই বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে এই সেক্টরের সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে নীতিমালা সংশোধন করা, যানবাহনকে এলপিগিতে কনভার্সন করার জন্য প্রয়োজনীয় কিট, ট্যাংক ও যন্ত্রাংশ আমদানী পর্যায়ে শুদ্ধমুক্ত করা, এলপিগি ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা করা, ভোক্তা অধিকার ঠিক রাখা, নিরাপত্তা বিষয় বাস্তবায়ন করা, অপারেটরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এইসব বিষয়গুলো নীতিমালায় সংযোজন করে পূর্বের নীতিমালা সংশোধন করে এলপিগি অটোগ্যাস স্টেশন ও ওয়ার্কশপ স্থাপন সহজতর করার জন্য কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিনীত নিবেদক



মোহাম্মাদ সিরাজুল মাওলা, সভাপতি

এল পি জি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনারস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ।